যুগান্তর

তারিখ ... 04 OCT 2015
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২

কুলাউড়া নবীন চন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষার্থীদের ভরসা প্রাইভেট ও গাইড

আজিজুল ইসলাম, *কুলাউড়া থেকে*

সৃজনশীলের ভালো-মন্দ

সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীরা আরও অধিকমাত্রায় প্রাইভেট ও গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। শুধু শিক্ষার্থীরা নয়, শিক্ষকরাও গাইড বই অনুসরণ করে প্রশ্ন তৈরি করছেন। তবে শিক্ষকরা পর্যাপ্ত সময় ও প্রশিক্ষণ পেলে এবং শিক্ষার্থীরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে আর সমস্যা হবে না বলে জানান কুলাউড়া উপজেলার নবীন চন্দ্র মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমির হোসেন।

বিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রী ১৭৪৩ জন। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক থাকার কথা ৪৪ জন। কিন্তু আছে মাত্র ২৮ জন। এর মধ্যে সৃজনশীলে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১১ জন, যাদের ৪ জন মাস্টার ট্রেনার। প্রধান শিক্ষক জানান, ২০১৫ সালে এসএসসিতে সব বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেয়ায় ফলাফলে অনেকটা ধস নেমেছে। পরিসংখ্যানেও এর প্রমাণ মেলে। এ বছর পাসের হার ৮৪.০৭ শতাংশ, আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ জন। এর আগে ২০১৪ সালে পাসের হার ছিল ৯১.৩০ শতাংশ, জিপিএ-৫ পায় ২৭ জন, ২০১৩ সালে পাসের হার ছিল ৯৭.৮০ শতাংশ, জিপিএ-৫ পায় ২৪ জন এবং ২০১২ সালে পাসের হার ৯৯.৩৩ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পায় ২৭ জন।

প্রধান শিক্ষক আরও জানান, তিন দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষকরা সৃজনশীল পদ্ধতিকে কোনোরকমে চালিয়ে নিচ্ছেন।

গাইড : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

গাইড : ভরসা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তবে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর আগে, শিক্ষকদের সেই উপযোগী করে প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। একজন শিক্ষক বাংলা বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ নিলেন কিন্তু শিক্ষক সংকটের কারণে তাকে অনেক সময় অন্য বিষয়ে পাঠদান করতে হয়। তখন তিনি পাঠদান করেন অনুমান করে। এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই চলছে সৃজনশীল পদ্ধতির পাঠদান। গণিত শিক্ষক রিপন চন্দ্র দত্ত জানান, গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি যেন শিক্ষার্থীদের মাথায়ই ঢুকতে চায় না। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকে যদি গণিত সৃজনশীল হয় তাহলে হয়তো তারা অভ্যস্ত হবে। হঠাৎ করে নবম-দশম শ্রেণীতে এ পদ্ধতি চালু করায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণিত ভূত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। একই কথা জানান তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষক মো. সেলিম আহমদ। তিনি বলেন, সৃজনশীল হওয়ার পর গণিত শিক্ষার্থীদের কাছে এখন আতংক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণিত ছাড়াও ইংরেজি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা বেশি দুর্বল। ফলে অনেকটা বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীদের এই দুটি বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়। মাস্টার ট্রেনার ও বাংলা বিষয়ে সৃজনশীল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকা নন্দিতা দাস জানান, সৃজনশীল পদ্ধতিটা শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ডিজিটাল ক্লাসে যখন বাংলা পড়ানো হয় তখন শিক্ষার্থীরা সেটা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিকে আরও গ্রহণযোগ্য করতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং পর্যাপ্ত উপকরণ দরকার বলে তিনি মনে করেন। অন্য শিক্ষকরাও জানান, ক্লাসে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান করা হলেও প্রশ্ন তৈরিতে তাদের গাইড বইয়ের শরণাপন্ন হতেই হয়। বেশির ভাগ শিক্ষকের ক্ষেত্রেই এ অবস্থা।

দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মৌটুসী ধর মৌ, শাহরিয়ার আক্তার পিউলী, তাহেরা চৌধুরী, মাশরাফি বিন চৌধুরী, প্রীতম পাল, কেএম আহছানুজ্জামান ও ইমরান আহমদ জানায়, সৃজনশীল পদ্ধতি হলেও ক্লাসে অনেক সময় পুরনো ধারায় পড়ানো হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের প্রাইভেট পড়তে হয় এবং গাইডের সহায়তা নিতে হয়।

কাল ছাপা হবে : সিলেট গোয়ালাবাজার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়